আল কুরআনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনে

আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান
আমেরিকা প্রবাসী রসায়নবিদ

আহ্সান পাবলিকেশন
কাটাবন ❖ বাংলাবাজার ❖ মগবাজার

ভূমিকা

প্রকৃত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে মানুষকে জ্ঞানচর্চা করতে হয়। কিন্তু পশু-পাখির এমন কোন দায় নেই। পশু-পাখি জন্মের প্রথম দিন থেকেই পশু-পাখি। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে, পশু-পাখি সহজেই পশু-পাখি কিন্তু মানুষ সহজে মানুষ নয়। জ্ঞানচর্চার পথটিও একরকম নয়। এখানে রকমফের আছে, বিভ্রান্তি আছে, চোরাবালি আছে এবং আছে সঠিক ঠিকানাও।

জ্ঞানচর্চার শুরুতেই প্রশ্ন জাগে নিজকে নিয়ে, চারপাশের পরিবেশ নিয়ে। এখানে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে সঙ্গতভাবেই চলে আসে স্রষ্টাপ্রসঙ্গ। কারণ স্রষ্টা ছাড়া কোনো সৃষ্টি সম্ভব নয়। যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই স্রষ্টা– মানুষের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান এমন সাক্ষ্যই দেয়। স্রষ্টা প্রসঙ্গে ভাবতে গেলে প্রশ্ন জাগে– তিনি আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন, আর মানবজীবনের লক্ষ্যটাই বা কী? এমন প্রশ্নের জবাব আল কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। তবে জবাবের মর্মে পৌঁছতে হলে আমাদের মহান আল্লাহর পরিচয় জানতে হবে। আল্লাহর পরিচয় বিধৃত রয়েছে ওহীগ্রন্থ আল কুরআনে এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্যই ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান আমাদের জন্য রচনা করেছেন গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রন্থ 'আল কুরআনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়।'

লেখক পঠন-পাঠনে এবং পেশায় একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি। তবে ওহীজ্ঞানের সুরক্ষা পাওয়ায় জীবনজিজ্ঞাসা কিংবা বস্তুভাবনায় জ্ঞানচর্চার চোরাবালিতে তিনি হারিয়ে যাননি। বরং সৌরজগৎ, প্রকৃতিজগৎ ও বিকশিত মানবজীবনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন আলোকময় এক ঐকতান। এই ঐকতানে স্রষ্টার পরিচয় যেমন অনুরণিত হয়েছে, তেমনি উচ্চারিত হয়েছে সৃষ্টির আত্মসমর্পণের আকুতিও। গ্রন্থটিতে মহান আল্লাহর নেয়ামতরাজির কথা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। উচ্চারিত হয়েছে পরীক্ষা, পুরস্কার এবং শাস্তির বার্তাও। যারা মহান আল্লাহর মহত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, তারা নির্দ্বিধায় অন্যান্য

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ১১
লেখার অভিপ্রায় ॥ ৩৩
আল কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ, তথ্যনির্দেশ এবং আরো অন্যান্য বিষয় ॥ ৪৯
উল্লেখযোগ্য উক্তি বা উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্কতা ॥ ৫১
অধ্যায়-১: জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা ॥ ৫৩
– জ্ঞান অর্জনের পন্থা ॥ ৫৭
– আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের তিন পদ্ধতি ॥ ৬১
– আল কুরআনে বর্ণিত আরো উদাহরণ ॥ ৭৩
– আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন ॥ ৭৫
অধ্যায়-২: আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ॥ ৭৮
আল কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ॥৭৮
তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি :
– আল কুরআনে নিজের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন ॥ ৮৩
– সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে সবকিছু জানেন ॥ ৮৯
– জীবনোপকরণ দান করেন ॥ ৯৫
– আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন ॥ ৯৯
– নবী-রাসূল পাঠিয়ে সতর্ক না করার পূর্বে কোন জনপদকে ধ্বংস করেননি ॥ ১০৪
– নবী-রাসূলদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন ॥ ১০৬
– উম্মিকে আল-কুরআনসহ শেষ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন ॥ ১১০
– বলেছেন ইবাদতে কাউকে শরীক করা চরম জুলুম ॥ ১১৯
– রাজাধিরাজ শাহানশাহ ॥ ১৩৭
– মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন ॥ ১৪২
– বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র, ক্ষমাশীল ॥ ১৪৭
– দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ॥ ১৫২
– প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে বান্দাদের পরীক্ষা করেন ॥ ১৫৬
– শেষ বিচার দিবসে মানব জাতিকে তিন দলে বিভক্ত করবেন ॥ ১৫৮
– প্রেরণ করেন বায়ু এবং বৃষ্টি ॥ ১৬১
– আদম সন্তানকে হেদায়েত দান করেন ॥ ১৬৪
– মুসলিম উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন ॥ ১৬৭
– বলেছেন শেষ বিচার দিবসে তাদের ভয় নেই ॥ ১৮২
– বলেছেন পার্থিব জীবন হচ্ছে প্রতারণামূলক ॥ ১৮৫
– বলেছেন পরকালের জীবনই চিরস্থায়ী আসল জীবন ॥ ১৮৭

অধ্যায়-৩: আল কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় ॥ ১৮৯
– মানব শরীরে রয়েছে সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন ॥ ১৯৪
– আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ॥ ২০১
আল কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন থেকে কারা লাভবান হবেন
১. দৃঢ় বিশ্বাসী মু'মিন ॥ ২১০
২. চিন্তাশীল সম্প্রদায় ॥ ২১৩
৩. অনুধাবনকারী সম্প্রদায় ॥ ২১৫
৪. বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায় ॥ ২১৬
৫. যারা উপদেশ গ্রহণ করে ॥ ২১৯
৬. যারা শ্রবণ করে ॥ ২২০
৭. ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ॥ ২২১
অধ্যায়-৪: বিশ্বজাহান সৃষ্টিতে নিদর্শন : ২২৭
– মানব সন্তানের সৃষ্টি পদ্ধতিতে রয়েছে নিদর্শন ॥ ২২৭
– সৌরজগতের সৃষ্টিতে নিদর্শন ॥ ২৩৫
– সৌরজগতের সাথে বস্তুজগতের সদৃশ ॥ ২৪৫
– নিদ্রার সৃষ্টিতে নিদর্শন ॥ ২৫২
– বৃষ্টির পানি ও বায়ুতে নিদর্শন ॥ ২৫৪
জীবপ্রাণী ও বস্তুজগতের জন্য বৃষ্টির গুরুত্ব ॥ ২৫৬
বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টিতে নিদর্শন ॥ ২৬৫
পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টিতে নিদর্শন ॥ ২৭২
দিন-রাত্রির পরিবর্তনে রয়েছে নিদর্শন ॥ ২৭৭
বীজ ও গাছ-পালায় নিদর্শন ॥ ২৮৮
নদী, সমুদ্র, সাগর এবং তার পানিতে নিদর্শন ॥ ২৯৩
গবাদি পশুতে রয়েছে নিদর্শন ॥ ৩১৭
সবকিছু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টিতে রয়েছে নিদর্শন ॥ ৩২১
মানব সন্তানের জ্ঞানের সীমা নির্ধারিত ॥ ৩২৬
অধ্যায়-৫: ইসলাম ও বিজ্ঞান ॥ ৩৩৬
– দি বিগ ব্যাং তত্ত্ব এবং ব্ল্যাক হোল ॥ ৩৪২
– রাসূল (সা.)-এর সপ্তাকাশে ভ্রমণ ॥ ৩৫৯
– সিদ্‌রাত আল-মুনতাহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ॥ ৩৬৮
– ব্ল্যাক হোল (কৃষ্ণ বিবর) ॥ ৩৭৩
– আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি ন্যায়বিচারক ॥ ৩৮৩
– কিয়ামতের নমুনা বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ॥ ৩৮৬
উপসংহার ॥ ৩৯০
সন্ধান পুস্তক ॥ ৪১২

ভূমিকা

আল-কুরআন বিশ্বজাহানের প্রতিপালক দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত পবিত্র বাণী। যা মানব জাতির জন্য সৎপথ প্রাপ্তির দিকনির্দেশনা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা কলুষমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

"আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" *(১৫-হিজর : ৯)*

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

"নিশ্চয় কুরআন আসার পর যারা তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ।" *(৪১-হা-মীম সিজদাহ : ৪১)*

"এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" *(৪১-হা-মীম সিজদাহ : ৪২)*

এ জন্যই আল-কুরআন এবং তাতে বর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ মানব জাতির প্রতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

"তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" *(৪৭-মুহাম্মদ : ২৪)*

বস্তুত আল-কুরআন হচ্ছে অত্যুৎকৃষ্ট অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষার মাধুর্যে মাহাত্ম্যে, ঘটনার বিবরণে সুনিপুণ বিন্যাসে এবং শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ কিতাব। এই কিতাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মধ্যে আত-তাওহীদের [আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের] সঠিক উপস্থাপনা এবং বর্ণনা হচ্ছে অন্যতম। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, সমস্ত মানব জাতি আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজেদের সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে মানব জাতি শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এ প্রসঙ্গে Abul Hasan Ali Nadwi, in his work Islam and the World, has done a remarkable job of describing the situation of the world before the coming of the time of the Messenger of Allah, Muhammad (SA). He has mentioned, *"The sixth century of the Christian era, it is generally agreed, represented*

the darkest phase in the history of our race. Humanity had reached the edge of the precipice, towards which it had been tragically proceeding for centuries, and there appeared to be no agency or power in the whole world which could come to its rescue and save it from crashing into the abyss of destruction.

In his melancholy progress from God-forgetfulness to self-forgetting, man had lost his moorings. He had grown indifferent to his destiny. The teachings of the prophets had been fogotten; the lamps that they had kindled had either been put out by the storms of moral anarchy or the light they shed had become so feeble that it could illuminate the hearts of but a few men, most of whom had sought refuge in passivity and resignation. [*Islam and the World, pp 13-44, International Islamic Federation of Student organizations, 1983*]

এমতাবস্থায় মানব জাতিকে শিরকের অন্ধকার এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত করে চিরন্তন দোজখের শাস্তি থেকে উদ্ধার করার জন্য দয়াময় আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন নাযিল করেন। বিশ্বজাহানের প্রতি প্রেরিত 'রহমত' আল্লাহর হাবিব, শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আল্লাহ তা'আলার নূর আল-কুরআন নাযিল করে আত-তাওহীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এজন্যই উপরোল্লিখিত আয়াতে আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে ধ্যান-চিন্তা করতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। যাতে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তা'আলার সাথে মানব সন্তানের যে সম্পর্ক [মালিক-গোলাম] রয়েছে সে ব্যাপারে বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। মানব সৃষ্টির পেছনে প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে আব্‌দ [গোলাম] হিসেবে প্রভুর কৃপা লাভে ইহলোক ও পরলোকে সফল হতে পারে। মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" *(৫১-যারিয়াত : ৫৬)*

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানব সন্তান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আব্‌দ বা গোলাম। অতএব গোলাম হিসেবে মালিকের সঠিক পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকলে মালিকের ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার যেমন আদায় করতে পারবে না তেমন মালিকের দয়া ও রহমত থেকেও তারা বঞ্চিত থাকবেন। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময়ের মতো বর্তমানেও মানব